ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২৩২০
বিলোনীয়া, ১২ আগস্ট, ২০২৫

**পর্যটকদের সুবিধার্থে ও রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বমানচিত্রে তুলে ধরতে ক্রমাগত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে পর্যটন দপ্তর ঃ পর্যটনমন্ত্রী**

স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে বিলোনীয়ার রাজনগরে চোত্তাখলা টুরিষ্ট ডেস্টিনেশন কমপ্লেক্স-র পর্যটন পরিকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এই উদ্যানটি ভারত বাংলা মৈত্রী উদ্যান নামেও পরিচিত। এই উদ্যানের ইতিহাস ও তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ। পর্যটকদের সুবিধার্থে ও রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বমানচিত্রে তুলে ধরতে ক্রমাগত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে পর্যটন দপ্তর। এই ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নেও বিশেষ নজর দিচ্ছে পর্যটন দপ্তর। পর্যটনের উন্নয়নে তিনি বলেন, পর্যটন ক্ষেত্রের পরিকাঠামো যত উন্নয়ন করা যায় এবং পর্যটকদের যত বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় ততই পর্যটনের বিকাশ ঘটবে। দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রকে যুক্ত করে একটি পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা যায় কিনা তা দেখা হচ্ছে। পর্যটনকে কাজে লাগিয়ে হোম স্টে বা লগ হাট তৈরীর মাধ্যমে যুবকদের উপার্জনের একটি ক্ষেত্র তৈরী করতে দপ্তর কাজ করছে। মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে পর্যটকদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও বাড়াতে হবে। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়নের চিত্র তিনি তুলে ধরেন। রাজ্যে প্রমো ফেস্টের সফলতার কথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এবছরও তা করা হবে আরও ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়তে গেলে আমাদের রাজ্যকে পর্যটনের মাপকাঠিতে সিকিমকে ছাপিয়ে যেতে হবে। পরিশেষে তিনি চোত্তাখলা উদ্যানে নির্মিত পরিকাঠামো রক্ষায় সকল এলাকাবাসীকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে কাজে লাগিয়ে যুবকদের নিজ পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করছে সরকার। জেলার পর্যটন ক্ষেত্রগুলিকে উন্নত করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, সমাজসেবী দীপায়ণ চৌধুরী, জেলাশাসক মহম্মদ সাজ্জাদ পি প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ নাথ। এই প্রকল্পে এই উদ্যানে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৬ টাকা ব্যয়ে তৈরী করা হয়েছে গাজেবো দশটি, পাবলিক কনভিনিয়াস ২টি, ওয়েলকাম গেইট ২টি, পাথওয়ে ৬৪২.৪২৫ মিটার, এঙ্গলিং প্ল্যাটফর্ম ৩টি, চিলড্রেন প্লে স্টেশন ১টি, সোভেনিয়র শপকাম ক্যাফেটোরিয়া ১টি, টিকিট কাউন্টার ১টি, পার্কিং এরিয়া ১০২ বর্গমিটার, ওয়াটার ফিল্টার ৫টি, ফ্লোটিং জেটি ১০০ মিটার এবং কমপাউন্ড ফেন্সিং ৩৬১ মিটার এবং সোলার লাইট।

*******